ভৌগলিক বিবরণী ঃ কোরকদি ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার অন্তর্ভূক্ত একটি নবগঠিত ইউনিয়ন। ফরিদপুরের ইতিহাসে কোরকদি এক উজ্জল অধ্যায় সংযোজন করে হয়েছে।

অবস্থান ঃ ফরিদপুর জেলা শহর থেকে মাত্র ৩০ কিঃমিঃ উত্তল পশ্চিম উপজেলা মধুখালী থেকে ৬ কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমে এই ইউনিয়ন অবস্থিত। বিশ্ব মানচিত্রে ৮৯° ৫২৫৩.৯৯´ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৩° ৩৪৫৯.০৭"- ৮৯°৪৪"-পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এই ইউনিয়নের অবস্থান আয়তন ১৭.১২ বর্গ কিঃমিঃ, যার মধ্যে বসতি ৩১৫ হেক্টর এবং কৃষি জমি ৪৫০ হেক্টর। উত্তরে মেগচামী ইউপি, দক্ষিণে বাগাট, পূর্বে গাজনা ইউপি ও মধুখালী পৌরসভা এবং পশ্চিমে আড়পাড়া ইউনিয়ন।

প্রাকৃতিক বিবরণী ঃ ইউনিয়নে বেশিরভাগই নিম্ন স্থলভূমি। ডোবা জমির পরিমাণ খুবই বেশি। এই অঞ্চলে বেলে, দোআঁশ, এঁটেল, ও এঁটেল-দোআঁশ চার ধরণের মাটি রয়েছে। বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক, তবে ফাল্গুন থেকে জৈষ্ঠ্য পর্যন্ত আশানুরুপ বৃষ্টিপাত হয় না। আবার বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির কারণে এলাকা ভেদে বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এখানে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও মাঝে মাঝে ঘূর্নিঝর ও বজ্রপাত হয়ে থাকে। এ এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। তাপমাত্রা স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ের। এই অঞ্চলে জলজ ও স্থলজ পশুপাখি ও দেশীয় স্তন্যপায়ী ও সরিসৃপ জাতীয় প্রানী সম্পদ রয়েছে।

কোরকদি ইউনিয়ন গঠন ঃ ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর শাসনকালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ হয়। ফলে প্রথমবারের মতো পল্লী অঞ্চলে আইনগত ভিত্তির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রথার উদ্ভব হয়। তখন পঞ্চায়েত প্রথা চালু হয়। সেই আইনের অধীনে পল্লী অঞ্চল ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়। কয়েকটি গ্রামকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির সমন্বয়ে প্রতিটি ইউনিয়নে "চৌকিদারী পঞ্চায়েত" গঠন করা হয়। বিটিশ আমলে ১৮৮৬ সালে এই ইউনিয়নের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে অত্র ইউনিয়নে কমুনিষ্ট এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিটিশ সরকার এই ইউপিকে বিলুপ্ত ঘোষনা করেন এবং গাজনা ও মেগচামী ইউপির সমন্বয় করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে পূনরায় গাজনা ও মেগচামী ইউপি থেকে কেটে কোরকদি ইউনিয়ন নতুন করে ঘোষনা করে কার্যক্রম শুরু হয়।

ভূমিকাঃ গ্রামীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাথমিক স্তরে ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থান। গ্রামীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সময়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে এ উপমহাদেশের গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের গন্যমান্য বয়স্ক লোকদের নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হতো। কিন্তু এর কোন আইনগত ভিত্তি ছিলনা। তবে এর মূল দায়িত্ব ছিল সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং বিচারকার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। এ পঞ্চায়েতগুলো এসব দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেরাই সম্পদ আহরন করতো।

ইউনিয়ন পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ হয়। এ আইনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত নিযুক্ত করা হয়। পঞ্চায়েতগন ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতেন। যদি কোন পঞ্চায়েত কোন সময় চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতে অক্ষম হতেন, তবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন হিসেবে পাশ করা হয়। এ আইনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ৫ হতে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু'বছরের জন্য প্রথম বারের মত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন কমিটির উপর কাঁচা রাস্তাঘাট নির্মান ও মেরামত, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা, পুকুর খনন, প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষানাবেক্ষন, পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল। ইউনিয়ন কমিটির বসত বাড়ি ও সম্পত্তির উপর কর আরোপের ক্ষমতা ছিল। প্রকৃত প্রক্ষে এ কমিটি জেলা বোর্ডের অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল।

১৯১৯ সালে বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইনের অধীনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। মোট সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সরকারের পক্ষ হতে জেলা প্রশাসক মনোয়ন দান করতেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগন জনগনের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সদস্যগন তাদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতেন। ইউনিয়ন বোর্ডকে ইউনিয়ন রেইট আরোপ এবং ছোট-খাটো ফৌজদারি অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৯৬৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর অধীন ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরন করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ জনগন কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং মহকুমা প্রশাসক সরকারের পক্ষ হতে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোয়ন দান করতেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বছর। এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষা ছাড়াও কাউন্সিলগুলোকে ৩৭টি কার্যাবলী পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে সদস্যদেরকে বিচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মৌলিক গনতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠন করার জন্য চৌকিদারি রেইট ছাড়াও সম্পত্তির উপর করসহ অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭ জারির মাধ্যমে মৌলিক গনতন্ত্রের সব কয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় ''ইউনিয়ন পঞ্চায়েত''। ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-২২ জারি করেন এবং এ আদেশে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেয়া হয় 'ইউনিয়ন পরিষদ'।

গঠনঃ প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতি ওয়ার্ডে ৩ (তিন) জন করে ৯ (নয়) জন নির্বাচিত সদস্য এবং সমস্ত ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ভাইস-চেয়ারম্যান পদ বাতিল করে প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ডে ৩ (তিন) জন করে মোট ৯ (নয়) জন নির্বাচিত সদস্যের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া প্রতি ইউনিয়নে দু'জন করে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন করে মনোনীত কৃষক সদস্যের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছরের জন্য ধার্য করা হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এবং সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারন সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৩ এ বলা হয় যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন, তিনটি ওয়ার্ডে প্রত্যেকটিতে ৩ (তিন) জন করে মোট ৯ (নয়) জন সদস্য জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং সংরক্ষিক আসনের ৩ (তিন) জন মহিলা সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

১৯৯৭ সালেস্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৭ ২য় সংশোধনী আইন পাশ হয়। এতে বলা হয় যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং পূর্বের তিনটি ওয়ার্ড ভেঙ্গে ৯টি ওয়ার্ড করা হয়। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে ১ (এক) জন মোট ৯ (নয়) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে সংরক্ষিত আসনে একজন করে মোট ৩ (তিন) জন মহিলা সদস্য জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

বর্তমানে সকল ইউনিয়ন পরিষদ ''স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯'' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনে মোট ১০৮ টি ধারা ও ৫টি তফসিল রয়েছে। স্থানীয় ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়।

উপসংহারঃ এ আইনে ওয়ার্ড পর্যায়ে বছরে দুটি ওয়ার্ড সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে। উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভায় জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে বাৎসরিক বাজেট প্রনয়ন করা এবং ওয়ার্ড সভায় অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও আলোচনা করার নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া নাগরিক সনদ প্রকাশ, উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ভিশন, ২০২১ বিষয় এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ আইনের দ্বিতীয় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদের ৩৯টি কাজের উল্লেখ রয়েছে।